সমকাল

তারিখ ..22 OCT 2017.. পৃষ্ঠা ...৬... কলাম...

ঢাবিতে প্রশ্নপত্র ফাঁস

বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক সম্মান কোর্সের প্রথমবর্ষের ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী বাছাইয়ের পদ্ধতি নিয়ে অভিন্ন মত নেই। কিন্তু দেশের অগ্রণী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য কোনো বাঁকা পথ নেই– বরং যোগ্যতাই একমাত্র মাপকাঠি, সেটা নিয়ে কারও দ্বিমত নেই। প্রতি বছর ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতা হয় তীব্র এবং মেধা তালিকার ভিত্তিতেই প্রতিটি বিভাগের জন্য শিক্ষার্থীর তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেলে এবং ফাঁস হওয়ার ঘটনা জেনেও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে কেবল একটি কথাই বলা চলে– সকলি গরল ভেল। শুক্রবার 'ঘ' ইউনিটের যে পরীক্ষা হয় তার প্রশ্ন আগের রাতেই ফাঁস হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেটা অস্বীকার করলেও সমকালসহ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকার খবরে বলা হয়, 'বৃহস্পতিবার রাত আড়াইটা থেকে তিনটার মধ্যে শুক্রবারের ভর্তি পরীক্ষার ইংরেজি অংশের ২৪টি প্রশ্ন কয়েকজনের ই-মেইলে পাঠানো হয়। পরীক্ষা শুরুর অন্তত আধা ঘণ্টা আগে কয়েকজনের মোবাইল ফোনের মেসেজে ওইসব প্রশ্নের উত্তর পাঠানো হয়।' বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন এ বিষয়ে বলেছেন, 'প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ পেলে তদন্ত হবে।' অথচ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িত থাকার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থীকে আটক করেছে, তাদের একজন শাসক দলের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন এবং তাকে চটজলদি সংগঠন থেকে বহিষ্কারও করা হয়েছে। এ ছাড়া পরীক্ষা কেন্দ্রে জালিয়াতির জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালত ১২ জনকে এক মাস করে কারাদণ্ড প্রদান করেছেন। আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বা ডিভাইস উদ্ধার করা হয়েছে। সিআইডি আটক ছাত্রলীগ নেতা ও তার দুষ্কর্মের সহযোগীর কাছ থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও জালিয়াতির অনেক তথ্য পেয়েছে, যা সাইবার ক্রাইম হিসেবে গণ্য হবে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী প্রশংসনীয় কাজ করেছে। আটক ছাত্রলীগ নেতার কাছ থেকে অপরাধ চক্রে অন্য যারা জড়িত তাদেরও সন্ধান পাওয়ার কথা। রাজনৈতিক সংশ্রব কিংবা অন্য কোনো তদবিরের জোরে অপরাধীরা গুরু পাপে লঘু দণ্ড পাবে– এমন সংশয় স্বাভাবিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেহেতু প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ আমলে নিতে সেভাবে আগ্রহী নয়, তারা আটকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যাপারে কতটা দৃঢ়সংকল্প ও উদ্যোগী থাকবে– সে প্রশ্নও রয়েছে। আমরা কেবল আশা করতে পারি যে, জাতীয় গৌরবের এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিয়ে জালিয়াতি-অসাধুতার সঙ্গে যাদের সামান্যতমও সংশ্রব রয়েছে, তারা যেন কোনোভাবেই শাস্তি এড়াতে না পারে। যে প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য দেশের সেরা শিক্ষার্থীরা তীব্র প্রতিযোগিতা করে বজ্র আঁটুনির সঙ্গে ফসকা গেরো চলে না।

প্রশাসনিক কর্মকর্তা